RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

**বিজ্ঞপ্তি**

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, ২৭ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ১৯ জানুয়ারি - ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 28, Issue: 27, Cooch Behar, Friday, 19 January - 1 February, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

## সিবিআইয়ের চার্জশিটে পরেশ ও অঙ্কিতার নাম

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম রয়েছে প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর। দিন কয়েক আগে ওই চার্জশিট আদালতে পেশ হয়েছে। তারপর থেকে কোচবিহার জেলা জুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছেন পরেশ নিজেও। লোকসভা নির্বাচনের মুখে তা বিড়ম্বনায় পড়েছে কোচবিহার তৃণমূলও। আর এই সময়ে দুর্নীতি নিয়ে প্রচারে জোর আনার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। পরেশ বলেন, এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় দাবি করেন, শুধু পরেশ অধিকারী নন, কোচবিহারের অনেক তৃণমূল নেতাই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ধীরে ধীরে তা প্রকাশ্যে আসবে। তিনি বলেন, "তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতারাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। মানুষ সব জানেন। আমরা সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে মানুষের কাছে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সব প্রকাশ্যে আসবে। এখানে চক্রান্তের কোনও বিষয় নেই।"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দাবি করেন, পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ের নাম চার্জশিটে দেওয়ার পিছনে বড় চক্রান্ত রয়েছে। তিনি বলেন, "পরেশ অধিকারীর মেয়ে যখন চাকরি পেয়েছেন, তখন তিনি মন্ত্রী বা বিধায়ক ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব খাটানোর ব্যাপার নেই। আসলে চক্রান্ত হচ্ছে। আমরা মানুষকে সেই বিষয়টি বোঝাব।" বাম আমল থেকেই পরেশ কোচবিহার জেলার একজন দাপুটে নেতা হিসেবে পরিচিত। বাম আমলে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর খাদ্যমন্ত্রীও ছিলেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। ২০১৯ সালে দল তাঁকে কোচবিহার লোকসভা আসনে টিকিট দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিজেপির নিশীথ প্রামাণিকের কাছে ৫৪ হাজার ভোটে হেরে যান। পরে তিনি মেখলিগঞ্জ বিধানসভা থেকে জিতে তৃণমূলের বিধায়ক হন। তাঁকে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী করা হয়। তার কিছুদিন যেতে না যেতেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে পরেশের বিরুদ্ধে। প্রভাব খাটিয়ে তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিজের মেয়ে অঙ্কিতার চাকরি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। আদালতের রায়ে অঙ্কিতার চাকরিও চলে যায়। পরেশকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলার একটি অংশ মেখলিগঞ্জ। আবার মেখলিগঞ্জ বিধানসভা জলপাইগুড়ি লোকসভার মধ্যে পড়েছে। বিজেপি মনে করছে, পরেশের বিরুদ্ধে সরব হলে দুটি লোকসভাতে সরাসরি তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলা সম্ভব হবে। পাশাপাশি যার রেশ পড়বে আশেপাশের লোকসভাগুলিতেও। তৃণমূলও তা নিয়ে পাল্টা মানুষকে বোঝানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

## রাহুলকে নিয়ে জোর তৎপরতা কোচবিহার কংগ্রেসে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা ঘিরে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে কোচবিহারে। গত রবিবার ১৪ জানুয়ারি মণিপুরের ইম্ফল থেকে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যাত্রা কোচবিহারে পৌঁছাবে ২৫ জানুয়ারি। তাতে করে হাতে সময় খুবই কম। এরই মধ্যে রাহুলকে স্বাগত জানাতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের এআইসিসির নেতা ভিপি সিং ও শংকর মালাকার ইতিমধ্যেই কোচবিহারে এসে পদযাত্রার রুট পরিদর্শন করেছেন। রাহুল কোথায় দুপুরের খাবার খাবেন, কোথায় গাড়ি থেকে নেমে সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলবেন তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই লোকজন জমায়েত করা হবে অসম-বাংলা সীমান্তে। বিশেষ করে যে এলাকাগুলির মধ্যে দিয়ে রাহুলের পদযাত্রা যাবে না, সেই এলাকার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার কার্যকরি

সভাপতি রবিন রায় বলেন, "আমরা পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা মুখিয়ে আছেন। রাহুল গান্ধীর পদযাত্রায় কংগ্রেসে জোয়ার আসবে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুলের এই কর্মসূচি শুধু জেলার উপর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের কর্মসূচি হিসেবে তা দেখা হচ্ছে। রবিবার ওই কর্মসূচি নিয়ে কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের একটি মিটিং হয়। সেখানে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে ঠিক রয়েছে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসম হয়ে আগামী ২৫ জানুয়ারি কোচবিহারে পৌঁছাবেন রাহুল। ওইদিন অসম-বাংলা সীমান্তের বক্সিরহাটে রাহুলকে স্বাগত জানানোর একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে প্রদেশ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। সেখান থেকে তুফানগঞ্জ থানা মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা হওয়ার কথা। এছাড়া চিলাখানার কাছে খাবারের আয়োজন করা হবে। সেখান থেকে পদযাত্রা কোচবিহার শহর হয়ে ঘোকসাডাঙা হয়ে ফালাকাটা পৌঁছাবে। সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন রাহুল। দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে রাহুলের সঙ্গে ১৫০ টির মতো গাড়ি থাকবে। গোটা দেশের ৫৫ জন কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতা থাকবেন। রাঁধুনি থেকে শুরু করে সবই থাকবে রাহুলের কনভয়ের সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই এতবড় আয়োজনে কয়েক হাজার কর্মীর প্রয়োজন হবে। কংগ্রেস নেত্রী পিয়া রায় চৌধুরী বলেন, "ইতিমধ্যেই আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে নানা কর্মসূচি করা হচ্ছে। তাতে আমরা মানুষের মধ্যে বড় আগ্রহ লক্ষ্য করছি। সাধারণ মানুষও খোঁজ নিচ্ছে। সব নিয়ে আমরা আশাবাদী।"

## কোচবিহারেও তৈরি হচ্ছে রামমন্দির উদ্বোধন হবে ২২ জানুযারি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এবারে রামমন্দির তৈরি হচ্ছে কোচবিহারেও। রাজারহাটের ছড়ারকুঠি গ্রামে জোরকদমে চলছে ওই মন্দির তৈরির কাজ। যা দেখতে এখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। সেই 'রামমন্দির' তৈরির জন্য জয়পুর থেকে এসেছে দেবতার মূর্তি, মার্বেল পাথর। জয়পুর থেকে এসেছেন ৯ জন স্থাপত্য শিল্পী। যারা মন্দির তৈরির কাজ করছেন। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধনের দিনই ওই মন্দিরও উদ্বোধন হবে। তৃণমূল দাবি করছে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য 'রামমন্দির' তৈরি করছে বিজেপি। শুধু ওই একটি নয়, আরও বেশ কয়েকটি রামমন্দির তৈরি করে ভোটের আগে সুবিধে নিতে চায় বিজেপি। বিজেপির দাবি, মন্দির নির্মাণের সঙ্গে বিজেপি দলের কোনও যোগ নেই।গ্রামের মানুষ মন্দির করছেন।

বিজেপির কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় দাবি করেন, ওই রামমন্দির তৈরি করছেন গ্রামের মানুষ। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও বিধায়ক মিলে তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করেছেন। সুকুমার বলেন, "গ্রামের মানুষ মন্দির নির্মাণ করবেন তাতে তৃণমূলের অসুবিধে কোথায়? আসলে সমাজের ভালো কাজ মেনে নিতে পারছে না তৃণমূল।"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি উদয়ন গুহ বলেন, "গত পাঁচ বছরে কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ কোনও কাজ করেনি। মানুষ এখন তার হিসেব চাইছে। সে জন্য এখন ভোটে জয়ী হওয়ায় জন্য রামমন্দিরের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। মানুষ সব বুঝতে পেরেছেন।"

কোচবিহার ছড়ারকুঠি গ্রামে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আমন্ত্রণ ছিল। নিশীথ সেখানে গিয়েছিলেন। সেই সময় রামমন্দির নির্মাণের বিষয় নিয়ে নিশীথের সঙ্গে কথা বলেন গ্রামের বাসিন্দারা। তার পরেই কাজ শুরু হয়ে যায়। কালী মন্দিরের পাশেই ৩০ ফুট বাই ১৫ ফুটের একটি জায়গায় মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। মন্দিরের উচ্চতাও হবে ৩০ ফুট, চওড়া হবে ১৫ ফুট। ওই এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য প্রভাকর দত্ত মন্দির কমিটিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, "মন্দির নির্মাণে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও এলাকার বিধায়ক সহযোগিতা করেছেন। জয়পুর থেকে পাথর ও মূর্তি নিয়ে আসার কাজও হয়েছে তাদের উদ্যোগে।" দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু ওই একটি নয়, জেলায় আরও কয়েক জায়গায় ১৫ বাই ৩০ ফুট জায়গার মধ্যে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। ইতিমধ্যেই মাথাভাঙা-২ নম্বর ব্লকের ঘোকসাডাঙায় একটি মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদয়নের কথায়, "সবই ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা।"

## লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** লোকসভা নির্বাচনের দামামা এখনও বাজেনি। তার আগেই শুরু হয়ে গেল লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি। সোমবার নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির হল কোচবিহার শহরের পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার ব্লক ও মহকুমা পর্যায়ের প্রশাসনের আধিকারিকরা। নির্বাচন পরিচালনায় কি কি কাজ করতে হবে সে সব বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ হয়। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে চলতি মাসেই একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সে মতোই সেই প্রশিক্ষণ শুরু হল। ধাপে ধাপে আরও বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ হবে। কোচবিহার জেলা

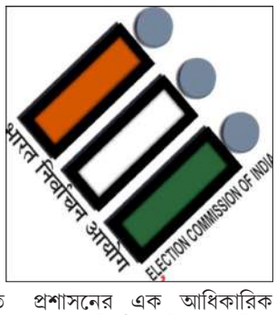


প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "নির্বাচন পরিচালনার বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে।"

## নিশীথকে গ্রেফতারের দাবি নিয়ে সরগরম কোচবিহার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** খুনের মামলায় খুনের চেষ্টার ধারায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করেছে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। আর তা ঘিরেই সরগরম হয়ে উঠেছে কোচবিহার জেলা রাজনীতি। ৬ জানুয়ারি শুক্রবার নিশীথকে গ্রেফতারের দাবিতে দিনহাটা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তৃণমূল। ওই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন উত্তরবঙ্গ ও উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। দুই বিধায়ক পরেশ অধিকারী, জগদীশ বর্মা বসুনিয়াও হাজির ছিলেন ওই আন্দোলনে। উদয়ন বলেন, "একাধিক মামলায় অভিযুক্ত নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর বাড়িতেও অপরাধীদের ঘাঁটি। গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ওই বাড়িতে তল্লাশির দাবি জানাচ্ছি।" রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কেন নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতার করা হবে না সে প্রশ্ন আমরা তুলেছি। কেউই আইনের উর্ধ্বে নন। দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।"

এদিনই আবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কোচবিহারে সফরে পৌঁছান। মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরেই তিনি বলেন, "নিশীথ প্রামাণিক রাজবংশী সমাজের সন্তান। তাঁকে মন্ত্রী করায় অনেকেই সহ্য করতে পাচ্ছেন না। তাঁরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন। উদয়ন গুহ নিজেই অনেক মামলায় অভিযুক্ত। তাঁকে আগে গ্রেফতার করা উচিত। উদয়ন গুহের ক্ষমতা থাকলে নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতার করে দেখাক।" দুপুরে দিনহাটায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে জখম বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথকে দেখতে তাঁর বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল সুকান্তর। কিন্তু তার আগেই দিনহাটায় ঝাঁটা ও কালো কাপড় হাতে জমায়েত করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় কোচবিহার শহরেই সুকান্তকে আটকে দেয় পুলিশ। সুকান্ত ও বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা হয় পুলিশের। রাস্তার উপরেই বসে অবস্থান শুরু করে বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, "পুলিশ না থাকলে উদয়ন গুহরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না।" উদয়ন বলেন, "বিজেপির মুখোশ খুলে গিয়েছে। জনগণ এদের উচিত শিক্ষা দেবে।" ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে একাধিক গন্ডগোল হয় কোচবিহারের দিনহাটায়। সেই সময় যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। মূল তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের মধ্যেই বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠেছিল। সেই সময়ই দুইপক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। গিতালদহে তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য আবু মিয়াকে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলাতেই খুনের চেষ্টার অভিযোগে নিশীথের নাম রয়েছে। আবু মিয়ার ছেলে আসাদুল হক এখন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি বলেন, "নিশীথ প্রামাণিকের গ্রেফতারি চাই।" নিশীথ প্রামাণিককে ফোনে পাওয়া যায়নি।

## বকেয়া বেতনের দাবিতে সরব অস্থায়ী কর্মীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বকেয়া বেতনের দাবিতে সরব হলেন কোচবিহার মেডিক্যালের অস্থায়ী কর্মীরা। ৮ জানুয়ারি সোমবার ওই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী, সাফাই কর্মীরা তিনমাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। তা ঠিকাদার সংস্থাকে জানানো হয়েছে বলে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ওই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, "দ্রুত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।"

## পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ভ্যান চালকের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ভ্যান চালকের। ১২ জানুয়ারি শুক্রবার সকলে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার রাজারহাটে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গৌরাঙ্গ দেবনাথ (৫০)। দিন কয়েক ধরেই কুয়াশা পড়ছে। তাতে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা কম থাকছে। দুর্ঘটনা হওয়ার আশংকাও থেকে যাচ্ছে।

এদিন সকালে ওই ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয় একটি ছোট গাড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটি একটি টোটোকেও ধাক্কা দেয়। তার টোটোর কয়েকজন যাত্রী জখম হন। তাদের কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

## তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ৪২ জন তৃণমূল কর্মীর। মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাসভবনে তার হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে পুঁটিমারী-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য সহ মোট ৪২ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। এই বিষয়ে বিজেপিতে যোগদান করা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বিজেপিতে যোগদান করলেন।

# কনকনে ঠাণ্ডা কোচবিহারে, রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। কখনও কখনও তা আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে কনকনে হাওয়া। শিশিরও পড়ছে টিপটিপ করে। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এমন আবহাওয়া চলছে কোচবিহারে। তার মধ্যে আবহাওয়া দফতর থেকে দেওয়া হয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। তাতে পারদ আরও নামতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবাকেন্দ্রের তরফে তা নিয়ে কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পাহাড় থেকে সমতলের একাধিক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জানানো হয়েছে, পশ্চিমী হিমালয় থেকে পশ্চিমী ঝঞ্জা ও বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পের জন্য ১৬ জানুয়ারি থেকে থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিংপং জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড় বাদেও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে বাগানের ফসল বা আনাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে শীতকালীন আনাজ রয়েছে খেতে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো থেকে শুরু করে মূলো, বিভিন্ন ধরনের শাক চাষ হয়। তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি ও কুয়াশায় ফলে আলুতে ধসার আক্রমণের ভয় থাকে। এই সময়ে ওষুধ ও স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ মৌসম সেবাকেন্দ্রের নোডাল অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তা নিয়ে কৃষকদের সতর্ক করা হয়েছে।" উদ্যানপালন দফতরের কোচবিহার জেলা আধিকারিক সত্যপ্রকাশ সিংহ বলেন, "পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজন মতো ওষুধ স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

## কোচবিহার সাগরদিঘিতে ভেসে উঠল মৃতদেহ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার সাগরদিঘিতে এক ব্যক্তির দেহ ভেসে ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল বুধবার সকালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জীব কুমার দেব (৪০)। বাড়ি কোচবিহার জেলার বলরামপুর এলাকায় তবে ওই ব্যক্তি কোচবিহার শহরের নতুন বাজার এলাকায় ভাড়া থাকতো। এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে এসে লোকজন সাগরদিঘিতে দেহ ভাসতে দেখে। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির বাড়ি কোচবিহার বলরামপুর এলাকায়, তবে দীর্ঘদিন ধরেই নতুন বাজার এলাকায় ভাড়া থাকেন। তার নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে। গতকাল ওই ব্যক্তি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাও করেছেন, তবে গতকাল গভীর রাতে তিনি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করার পর আর তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর পরিবারের লোকজন বিষয়টি নিয়ে থানায় রিপোর্ট করতেও যান। বুধবার সকালে তারা খবর পান তার দেহ সাগরদিঘিতে ভেসে উঠেছে।

# অবশেষে কোচবিহার থেকে যাত্রা শুরু করল বিজেপির রথ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** অবশেষে চলতে শুরু করল বিজেপির রথ। রবিবার ১৫ জানুয়ারি কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস থেকে 'বিকশিত ভারত' নামে ওই রথের উদ্বোধন করেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মালতী রাভা, সুশীল বর্মণ। সুকুমার বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পের কথা ওই রথ থেকে প্রচার করা হবে। যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প নিয়ে অবহিত হন। আর তাতেই তৃণমূল ভয় পেয়েছে। কারণ রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প নিজেদের নামে চালানোর চেষ্টা করছে।" তৃণমূল দাবি করেছে, একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তা নিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "কেন্দ্রের প্রকল্প নিয়ে প্রচারের অধিকার বিজেপির নেই। বিজেপির নেতারা যেখানে গিয়ে প্রচার করবেন, তাদের কাছে মানুষ বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে জবাব চাইবেন।"

গত ডিসেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ে বিজেপির ওই 'রথ' নিয়ে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল কোচবিহারে। রথে থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবিতে কালি ছিটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশও 'রথ' চালানোর অনুমতি দেয়নি। অবশেষে সেই রথযাত্রা বাতিল করেছিল বিজেপি। এদিন জেলা পার্টি অফিসের সামনে পুজো করে সেই রথের উদ্বোধন করেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি। এবারে ওই রথ নিয়ে বাধা দেয়নি তৃণমূল। পুলিশের তরফ থেকেও কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। বিজেপির তরফে জানানো হয়, সমস্ত নিয়ম মেনেই রথ কর্মসূচি করা হচ্ছে। ওই রথ বিজেপির কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় চলে যায়। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, টানা ৪৬ দিন ধরে ওই রথ বিভিন্ন বিধানসভায় ঘুরবে। ওই রথে একটি ডিজিটাল স্ক্রিন রয়েছে। যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।

# কোচবিহারে বাংলা মোদের গর্ব মেলা

**সুবীর হোড়, কোচবিহার:** লোক প্রসারে উদ্যোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। গত বছরের মত এই বছরও জেলায় অনুষ্ঠিত হল বাংলা মোদের গর্ব মেলা। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহার রাসমেলা মাঠ ময়দানে তিন দিনব্যাপী এই মেলা চলে। প্রায় শতাধিক লোকশিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে লোকশিল্পের প্রসারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০১৪ সাল থেকে লোকশিল্পীরা ভাতা পেয়ে আসছেন। এছাড়াও বছর হওয়ার বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পান তারা। সেই অনুষ্ঠান পিছুও এক হাজার টাকা করে পান তারা। জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে অনুষ্ঠানে রয়েছে ভাওয়াইয়া বাউল নৃত্যানুষ্ঠান ও সংগীতা অনুষ্ঠান এছাড়াও তিন দিনই কলকাতা থেকে আগত শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জানান, এই ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে একদিকে যেমন আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার হচ্ছে তেমনই লোকশিল্পীদের রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। জেলা লোকশিল্পীদের কথা মাথায় রেখেই কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়াও এই মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্টল ছিল চোখে পড়ার মত।

# নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শনে অভিজিৎ দে ভৌমিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার-২ নং ব্লকের চকচকা অঞ্চলের নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিন নেশামুক্তি কেন্দ্রে গিয়ে বেশ কিছু ছাত্রদের পাওয়া গেল যারা বক্সিরহাট, জোড়াই এলাকায় বসবাস করেন অর্থাৎ আসাম সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি। এর আগেও যে সমস্ত নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেছেন সেখানেও দেখা গেছে আসাম সীমান্তবর্তী এলাকায় এই নেশার প্রকোপ বেশি, তাই স্বাভাবিকভাবে মনে করা হচ্ছে এই নেশাজাত দ্রব্যগুলো পাশের রাজ্য আসাম থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই এই নেশার প্রকোপ কমানোর জন্য প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি বলেন।

## মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বন্ধ হল হোটেল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বন্ধ হল একটি হোটেল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের পূর্ব খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন রুপনগর এলাকায়। অভিযান চালিয়ে কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুই জন মহিলা ও মালিকসহ ছয় জন পুরুষকে গ্রেফতার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘ দুই বছর ধরে জনৈক্য ব্যক্তি তিনি তার হোটেলে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের দিয়ে মধু চক্রর ব্যবসা করান। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তারা সেই হোটেলে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের আসা যাওয়া করতে দেখেন। তারপর বহুবার হোটেলের মালিককে অভিযোগ জানানোর পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। সোমবার রাতে পুলিশ এসে হোটেল মালিকসহ বেশ কয়েকজনকে পাকড়াও করে। এলাকাবাসীদের বক্তব্য পুলিশের এই পদক্ষেপে আমরা খুবই খুশি। আমরা চাই পুলিশ এই মধুচক্রে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের প্রত্যেককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

# তৃণমূলের বিরুদ্ধে সভা ভন্ডুলের অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই:** সিতাইয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সভা ভন্ডুলের অভিযোগ বিজেপির, অস্বীকার তৃণমূলের। বুধবার দুপুরে সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলিকুড়ায় বিজেপি মহিলা মোর্চার অঞ্চল ভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ, জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দিপা চক্রবর্তী, বিজেপি মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা নবনীতা কর্মকার, দীপক রায়, সিতাই-১ নম্বর মন্ডল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অনিমেশ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা অনিমেশ রায় অভিযোগ করে বলেন, আমরা পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেছি কিন্তু সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদরা এলাকায় বাইক মিছিল করে রাস্তায় থাকা বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেয়। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের বাড়িতে জমায়েত করে এলাকাতে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করছে যাতে আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক ভন্ডুল হয়। তবে সেইসব উপেক্ষা করেই বিজেপি মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন হয় বলে জানান তারা। তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে সিতাই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্যামল গাঙ্গুলি বলেন, বিজেপি কোথায় মিটিং মিছিল করল তা তৃণমূল কংগ্রেস খবর রাখে না। সিতাইয়ে আগামীদিনে সুভাষ উৎসব হবে আমরা তারই বিষয়ে আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়ে আজকে একটি সভার আয়োজন করি। এখানে বিজেপির বৈঠকে বাঁধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি আরও বলেন, বিজেপির সিতাই ব্লকে কারও বাড়িতে সভা করার ক্ষমতা নেই তাই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের মাঠে সভা নিয়েছে। তাই খোঁজ করে দেখতে হবে আদৌ সেই মাঠে সভা করবার অনুমতি আছে কিনা।

# অবস্থান বিক্ষোভ বাস্তু উচ্ছেদ বিরোধী ও রাস্তা বাঁচাও যৌথ মঞ্চের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** দিনহাটা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ বাস্তু উচ্ছেদ বিরোধী ও রাস্তা বাঁচাও যৌথ মঞ্চের। বুধবার দুপুর আড়াইটে থেকে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। প্রসঙ্গত অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় দিনহাটা রেলস্টেশন সহ গোটা চত্বরকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রেল দপ্তর। ইতিমধ্যে রেলের জায়গা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে রেল দপ্তর, তাই রেলের জমিতে থাকা প্রায় তিনশো পরিবারকে রেল দপ্তরের সঙ্গে দেখা করার কথা বলতেই পরিবারগুলি ভয় পেয়ে যায়। সেই কারণে আজ তারা দিনহাটা রেলস্টেশন চত্বরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে এবং পরবর্তীতে আগামী শনিবার রেলের আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেবেন বলেও জানা যায়। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই জমিতে বসবাস করছে এখন হঠাৎ করে রেলদপ্তর উঠে যেতে বললে তারা কোথায় যাবে। পাশাপাশি পুনর্বাসনের আবেদন জানাবেন বলেও জানা গিয়েছে।

# স্মারকলিপি প্রদান করল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** দিনহাটা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ বাস্তু উচ্ছেদ বিরোধী ও রাস্তা বাঁচাও যৌথ মঞ্চের। বুধবার দুপুর আড়াইটে থেকে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। প্রসঙ্গত অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় দিনহাটা রেলস্টেশন সহ গোটা চত্বরকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রেল দপ্তর। ইতিমধ্যে রেলের জায়গা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে রেল দপ্তর, তাই রেলের জমিতে থাকা প্রায় তিনশো পরিবারকে রেল দপ্তরের সঙ্গে দেখা করার কথা বলতেই পরিবারগুলি ভয় পেয়ে যায়। সেই কারণে আজ তারা দিনহাটা রেলস্টেশন চত্বরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে এবং পরবর্তীতে আগামী শনিবার রেলের আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেবেন বলেও জানা যায়। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই জমিতে বসবাস করছে এখন হঠাৎ করে রেলদপ্তর উঠে যেতে বললে তারা কোথায় যাবে। পাশাপাশি পুনর্বাসনের আবেদন জানাবেন বলেও জানা গিয়েছে।

# কোভিড হাসপাতাল নির্মাণের কাজ পরিদর্শনের পার্থপ্রতিমের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোভিড হাসপাতালের নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ খতিয়ে দেখলেন কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। ১০ জানুয়ারি বুধবার তিনি কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতলে যান। হাসপাতালের মূল বিল্ডিংয়ের ঠিক উল্টোদিকেই লিচুতলায় ওই কোভিড হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে। পার্থপ্রতিম জানান, প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ করে ওই কোভিড হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। কোভিড যে সময় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সময়েই ওই হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়। চার তলা ওই ভবনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কোভিড এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকায় সেখানে অন্যান্য পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

# ট্রাফিক সিগন্যালের উদ্বোধন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থার উদ্বোধন হল। সোমবার ৮ জানুয়ারি কোচবিহারের পুন্ডিবাড়িতে ওই সিগন্যালের উদ্বোধন করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ডিএসপি প্রদীপ সরকার। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পুন্ডিবাড়ি মোড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ট্রাফিক ব্যবস্থা সাজিয়ে তোলার দাবি করা হল। এবারে পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা পুলিশ।

# ফের মোহনের মৃত্যু হল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ফের মোহনের মৃত্যু হল। মঙ্গলবার ৯ জানুয়ারি কোচবিহারের বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে একটি মোহনের দেহ ভেসে ওঠার পরেই বিষয়টি জানাজানি হয়। শিবদিঘির কচ্ছপ 'মোহন' নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে ওই দিঘিতে অসুস্থ হয়ে কচ্ছপের মৃত্যু হচ্ছে বলে অভিযোগ। আবার ওই এলাকায় পথ দুর্ঘটনাতেও কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে কচ্ছপ মৃত্যুর সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ। কিছুদিন আগে এলাকায় ওই ঘটনার প্রতিবাদে বনধ পালন করা হয়। তার পরেও সমস্যা মেটেনি। মোহন বাঁচাও কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, "মোহনের মৃত্যু আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। মৃত্যু আটকাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।" কোচবিহার মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। কোচবিহারের মহকুমাশাসক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যেই মোহন মৃত্যু আটকাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আরও কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে।"

# তালাবন্দী প্রধান শিক্ষক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** রাধানগর বিদ্যামন্দির আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তালাবন্ধ করে রাখলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মঙ্গলবার বিকেল এই বিষয়ে বিদ্যালয়ে রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দেন। প্রসঙ্গত করোনা চলাকালীন অবস্থায় বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের রান্নার ৯৬ হাজার টাকা সুনির্দিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে না দিয়ে নিজের পরিচিত লোকের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলে অভিযোগ করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। বকেয়া সেই টাকার দাবিতে দিনহাটা-১ ব্লকের রাধানগর বিদ্যামন্দির আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তালাবন্ধ করে রাখলেন রান্নার কাজে নিযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এদিন দুপুর থেকেই তালাবন্ধ করে রাখা হয় বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে টাকার কারণে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা এবং সেই সময় মঙ্গলবার বকেয়া রান্নার কাজের টাকা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। সেই মোতাবেক রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিদ্যালয়ে এলে সেই টাকা দিতে অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক এরপরই শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এরপর প্রধান শিক্ষককে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। তবে এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে।

# মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি আত্মসমর্পণকারী কেএলওদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** আত্মসমর্পণকারী কেএলও সদস্য এবং লিংকম্যানদের স্পেশাল হোমগার্ডে নিয়োগের দাবিতে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। ৮ জানুয়ারি সোমবার স্যারেন্ডার কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, "দুই দফায় স্পেশাল হোমগার্ডে নিয়োগ হয়েছে। তিন দফার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রক্রিয়া হয়ে আটকে রয়েছে। তা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এটা খুবই প্রয়োজন। না হলে আমরা আরও বড় আন্দোলনে যাব।"

# তৃণমূল কর্মী খুন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গত ১০ জানুয়ারি বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের নাটাবাড়ির শালবাড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম তপন দাস (৩৫)। ওই ঘটনায় আরও দু'জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। তাদের কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আর ওই খুন নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, তপন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। খুনের পিছনে রয়েছে বিজেপি। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার নাটাবাড়িতে বনধের ডাক দেয় রাজ্যের শাসক দল। পরে অবশ্য পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করলে বনধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বিজেপি অবশ্য দাবি করেছে, জমির বিবাদ নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে গন্ডগোলের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছে। যার রাজনীতির কোনও যোগ নেই। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে।"

তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নাটাবাড়ি গিয়েছিলেন।। নিহত কর্মীর বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তপন দাস আমাদের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মী। দলকে এই এলাকায় দুর্বল করতেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।"

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "ওই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। তৃণমূল নেহাতই রাজনীতি করার জন্যে এমন বলছে। আসলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া তৃণমূল কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তাতে কোনও লাভ হবে না।"

# সম্পাদকীয়

## বাঁচাবে কে?

শীতে জুবুথুবু কোচবিহার তথা গোটা উত্তরবঙ্গ। আর শীত মানে পিকনিক। সারি সারি গাড়ি, আর সারি সারি মানুষ। মাইক-সাউন্ড বক্স বাজিয়ে সবাই চলে জঙ্গল পথে, নদীর কাছে। তোর্সা-তিস্তা থেকে ডিমা। এই সবের জন্য যেন মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। অপেক্ষা তো করারই কথা, এমন আমোদ-প্রমোদ তো বছরভর হয় না। কিন্তু এই আমোদই যে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র, তা যেন কাহারও মনে থাকে না। মনে থাকলেও আনন্দ সব ভুলিয়ে দিয়ে। প্লাস্টিক-আবর্জনায় থিকথিক করে চারিপাশ। সেসব থেকে দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। নদী-জঙ্গল সর্বত্র। আর মানুষ হাসি হাসি মুখে ফিরে যায়। সেসব দূষণ যে বিষ হয়ে মানুষেরই জীবনে ফিরে আসে, তাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। দূষণে রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় চিল-চিৎকার। ক্ষণিকের জন্য সবাই পরিবেশপ্রেমী হয়ে ওঠে। প্রশ্ন এখানেই, শিক্ষার হার যখন বাড়ছে, দূষণের। বিপদের কথা যখন মানুষ বুঝতে পাচ্ছে তখনও কেন চিত্র বদল হয় না। একটু সতর্ক হলেই তো পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। তাহলে কেন এত উদাসীনতা। এই উদাসীনতার কি কোনও পরিবর্তন হবে? না কি এমনই চলবে। আর আমরা-মানুষের দল ক্রমশ তলিয়ে যাবে গভীর অতলে।

## কবিতা

### প্রিয় রঙ

.... মনিমা মজুমদার

প্রিয় রঙের কোনও সংজ্ঞা হয় না
ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আঙুল ধরে
মেখে নেয় চোখ, ঠোঁট, বুক এবং আরও
আসলে সংজ্ঞা তো আপেক্ষিক
কাছে যেতে যেতে পালটে যায় অনেকটাই
যতটুকু আছে, যতটুকু থাকে চিরকাল
সেটুকুই ধারণ করে একজন্মের এই শরীর।

### খোকার অভিমান

.... তিথি সরকার

সূর্যি মামা পূব আকাশে
উঠেছে কেমন ঝলমলিয়ে,
ওই দেখোনা আলোর ছটায়
শস্যগুলো হেসে বেড়ায়,
পাখিরা আজ রঙিন নাচে
মেতেছে সবাই মহৎসবে,
কৃষাণ ভাইও যাচ্ছে ক্ষেতে
রয়েছে তাদের লাঙ্গল কাঁধে,
মিনু দিদি ছন্দে ছন্দে
যাচ্ছে কেমন জল আনতে,
সবাই কেমন ব্যস্ততাতে
তাকাচ্ছে না আজ আমার দিকে,
তবুও আমি ওদের দেখি
কারণ ওদের ভালোবাসি,
মা বলেছে ভালোবাসলে
ভালোবাসা পাবেই পাবে।

# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্পের ভুবন: দলিত জীবন আর জটিল মন

প্রবন্ধ

অমর চক্রবর্তী

১) বাংলা সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিন রতন--তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ। আর সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের আবির্ভাব বললেও অসংগত হয় না! কেননা রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিষয় আঙ্গিক উপস্থাপনায় তিনজনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে উপন্যাসে রাঢ় বাংলার জাতীয় কাব্য ও ছোটগল্পে রাঢ় বাংলার মাটির গন্ধ, দলিত জীবন ও জটিল মনের কথা অনুভূতি রচনা করেছেন যিনি---তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আঞ্চলিক চিহ্নিত হয়েও দিগন্ত বিস্তৃত। যাঁর সীমা নোবেল পুরস্কারের মনোনয়ন পর্যন্ত (১৯৭১) এবং জন্মের ১২৫ বৎসরে তাঁর লেখা পাঠ ও পুনঃপাঠ চলছে। কারণ তিনি জীবনের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার মতো মহাকাব্য রচয়িতা। গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, কবি, কালিন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পঞ্চগ্রাম, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন--এসবই গদ্যে রচিত মহাকাব্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা পঁয়ষট্টি আর প্রেক্ষাপটে রাঢ় বাংলার সামন্ত শাসিত জীবন চিত্র, সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় নতুন পুঁজিবাদের উদ্ভব কথা চিত্রিত। তাকে আঞ্চলিক সাহিত্যিক বললেও তিনিই শুনেছেন ও শুনিয়েছেন ভারত-বাংলার যুগের পদধ্বনি। এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের স্বভাবধর্মকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েই উদ্ভাস ঘটিয়েছেন মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্যের চিরন্তন সত্তাটিকে।

২) বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ জীবনের ইংগিত থাকলেই সেই উপন্যাসের আবেদন কালজয়ী ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি পায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সেই শ্রেণিভুক্ত।দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক জীবনের অস্থিরতা, মূল্যবোধের বিরোধ, নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেই পরিস্ফুট। কেউ কেউ বলেন তিনি শরৎ ধারার লেখক কিন্তু এই সময়ের পাঠক তাঁর সৃষ্টির বিষয় আঙ্গিকের নবতর রূপটি আবিষ্কার করে যাচ্ছেন আর মুগ্ধ হচ্ছেন। পাঠক বুঝতে পারছেন তারাশঙ্করের জীবন দৃষ্টি মাটিতে পা রাখা এক নভোচারীর। পুরাতনের বিলীয়মান প্রেক্ষাপটে নতুন জীবনের মূল্যায়ন ও অনাগত সময়কে আহ্বান তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র সমাজের প্রথানুগত্য মোহান্ধতার নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরেছেন মা আমাদের সহানুভূতি আদায় করেন আর তারাশঙ্কর এই পথ ধরে এলেও আরো গভীরে বা অন্যায় অবিচারের মূলে পৌঁছে আমাদের মর্মমূলে প্রদান করে নিয়েছেন। উত্তর-আধুনিক মানুষটিও শিহরিত হয় মানবজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর রহস্যের উন্মোচন লক্ষ্য করে। তাকে আর প্রাচীনপন্থী সেকেলে বলে দূরে রাখা যায় না। শিবরাম চক্রবর্তী প্রথমে এই ভুলটি করেছিলেন পরে বলেছেন--' আপনার 'কবি'(উপন্যাস) গ্রেট মশাই, নোবেল প্রাইজ পাবার মত।

৩) সবাই নোবেল পাবেন এমন হয় না কারণ নোবেল প্রাপ্তির অনেক বিষয় রাজনৈতিক আছে। এও ঠিক নোবেল পেলেই সেই রচনা সুখপাঠ্য হবে এমনও নয়! তারাশঙ্কর নোবেল পাননি কিন্তু পেয়েছেন অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব বিশেষণ। কেন অভূতপূর্ব! এই কারণ যে একজন লেখক জমিদার তন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে আভিজাত্যের সংকটের পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় দলিত বা সাব-অলটার্ণ মানুষদের বেঁচে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। ড.অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্করের অন্ত্যজ চর্চার দিকে লক্ষ্য রেখে বলেছেন, 'তিনি বীরভূম অঞ্চলের অতি সাধারণ শ্রেণির বেদিয়া, বাজীকর, সাঁওতাল, আউল, বাউল বৈষ্ণবতান্ত্রিক প্রভৃতি রহস্যময় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাদের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন তাও একদিন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল।'

৪) অবশ্য উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গের মেলামেশা সহানুভূতি এই ভারতে নতুন নয়। রামায়ণের কাল থেকেই শবরদের কথা আমরা জানি। বাংলা সাহিত্যের প্রথমপর্বে চর্যাপদ মঙ্গল কাব্যে সাব-অলটার্ণ পাঠ নিতে পারি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি সার্বভৌম এবং সার্থক ছোট গল্প রচয়িতা। তিনিই আত্মসমালোচনায় বলতে পেরেছেন, "সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে/ মাঝে মাঝে গেছি আমি/ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে/ ভিতরে প্রবেশ করি সেই শক্তি ছিল না একেবারে।" তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল নতুন কবিরা শোনাবে না সেই কথা--' যে আছ মাটির কাছাকাছি সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। তবে তিনিই তো সেই পথে এলেন। নাট্যকাব্য 'চন্ডালিকা' অচলায়তন 'রথের রশি' ছুঁয়ে 'কালের যাত্রা'য় কবি ব্রাত্যজনের রুদ্ধবার্তা শুনিয়েছেন। শান্তি 'গল্পে নিম্নবর্গের প্রেম ভালোবাসা।' রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের প্রতি অত্যাচার। এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প 'মহেশ'। দরিদ্র মানুষ আর মনুষ্যেতর প্রাণীর ভালোবাসার মধ্যে ওপরতলার অত্যাচার অবিচার ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের এক ট্র্যাজিক বেদনার কথা।

৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের ভুবন: দলিত জীবন আর জটিল মন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পেরিয়ে এবার আমরা পাঠ করবো তারাশঙ্কর। উপন্যাসের মতোই অসংখ্য গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর। সংখ্যার আধিক্যে নয়, মানবজীবনের মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্যে সেগুলো অসামান্য। রাঢ় বাংলার আদিম জনজীবন অন্ত্যজ শ্রেণির চিত্রায়নে অনবদ্য এই গল্পগুলো পাঠ করে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একাডেমিক আলোচনাতেও বলেছেন 'এগুলি এতদিন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল।' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েক শত ছোটগল্প ৫৩টি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যদিও সাহিত্য আসরে তাঁর আগমন একটু দেরিতেই কিন্তু শিল্পপ্রত্যয়ে ও অসাধারণ ক্ষমতার বলে অগ্রনী সাহিত্যিকের আসন ও মর্যাদা পেয়েছেন।

৬) ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি'। পরের বছর ঐ পত্রিকায়ই 'হারানো সুর'। অন্য অনেক লেখকের মতোই তিনিও প্রথমে কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন। পরে নাটক। ১৩৩২ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্যসভায় কবিতা পাঠ এবং লাভপুরের রঙ্গমঞ্চে মারাঠা-তর্পণ নাটক।... এরপর 'কল্লোল' যুগ, নতুন সাহিত্য। কবিতা নাটক ছেড়ে তারাশঙ্কর বাংলাসাহিত্যের নবদিগন্তের ঊষার আলোতে অবগাহন করলেন। যদিও হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ আর সমাজসেবা ও রাজনীতি। কল্লোল পত্রিকা বিদ্রোহের বাহন। এই পত্রিকায় লিখতে রাখতে হয় সংস্কারমুক্ত মন। সাহিত্য ও নেমে এলো উচ্চ ও মধ্যবিত্তের আসন ছেড়ে অখ্যাত পরিবেশের প্রাঙ্গণ। কবি ও নাট্যকার তারাশঙ্কর তখনো ডুবে ছিলেন রাজনীতি ও সমাজসেবায় আর স্থানীয় পত্রিকা 'পূর্ণিমা'-য় কবিতা নাটক ও সম্পাদকীয় লেখায়। ডুব দিলেও মনে ছিল অতৃপ্তি ! এরমধ্যেই একদিন হাতে এলো একটা মলাট ছেঁড়া পত্রিকা, নাম 'কালিকলম'।

৭) অদ্ভুত একটা ঘটনা। 'আমার সাহিত্য জীবন '(প্রথম পর্ব পৃঃ ১৯-২০) গ্রন্থে তিনি এই আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন--' ঠিক সেইসময়ই একদিন সিউড়িতেই হবে এক উকিলের বাড়িতে উঠেছি কংগ্রেসের কাজে।...রাতে ঘুম আসে না। হয় গরম, নয় শীত দুটোর একটা হেতু বটে। তার উপর ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে।... জেগে বসে খাই আর গুনগুন করে গান গাই। এমনই অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিললো মলাটছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা। আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা। এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে' লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গান ও দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না। ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।' এক একটি গল্প পাঠের পর তিনি অনুভব করলেন এইভাবে এইরকম রসে জাড়িত করতে হবে লেখাকে। সিউড়ির এই বিনিদ্র রাত তারাশঙ্করকে দান করলো শাশ্বত সাধনার বীজমন্ত্র। তিনি লিখে ফেলেন তার দেখা এক বৈষ্ণবীর জীবনকথা--গল্পের নাম 'রসকলি'। *(চলবে)*

# মুক্তি পেল কলকাতা ও ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রশংসিত 'বিজয়ার পরে'

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়িঃ** ১২ই জানুয়ারি, শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে স্থান পেয়েছে কলকাতা ও ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সহ বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে বহুল প্রশংসিত পূর্ণদৈর্ঘ্যের 'বিজয়ার পরে' বাংলা চলচ্চিত্রটি। সিনেমাটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছে শিলিগুড়ির ঘরের দুই ছেলে সুজিত রাহা(Sujit Raha) ও অভিজিৎ শ্রীদাস(Abhijit SriDas)।

এ যেন ঘরে ফেরার টান। তবে 'বিজয়ার পরে' নয় আগে। বাঙালির উৎসব মানেই ঘরে ফেরা। দুর্গাপুজোয় ঘরের ছেলে-মেয়ে ঘরে না ফিরলে বাবা মায়ের কাছে কেমন খালি হয়ে যায় সবটা, আর সেই গল্পই ফুটে উঠল অভিজিতের কাজে। বিজ্ঞাপণে কাজ করে হাত পাকানো উত্তরবঙ্গের ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাস(Abhijit SriDas) প্রথমবার সিনেমা পরিচালনা করেই দেখিয়ে দিলেন তিনি ক্রিজে টিকে থাকতেই এসেছেন বটে।

তবে কেবল পরিচালকই নয়, সিনেমার প্রযোজক সুজিত কুমার রাহা(Sujit Raha) উত্তরবঙ্গের ছেলে। তাঁদের হাত ধরে এবার 'বিজয়ার পরে' পৌঁছেছে ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি ২২ তম ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবেও। এছাড়াও জাগরণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মতো একাধিক স্থানে নির্বাচিত হয়েছে এই সিনেমা। গত ৭ ডিসেম্বর অভিজিৎ শ্রীদাসের(Abhijit SriDas) এই কাজের আনকাট ভারশন দেখানো হয়েছে কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বাংলার প্যানোরমা বিভাগে। এই ছবির টিসার ইতিমধ্যেই আলোড়ন ফেলেছে সিনে দুনিয়ায়। এক ঝাঁক বিখ্যাত মুখ ও পারদর্শী অভিনেতা অভিনেত্রীর সমারোহ এখন আলোচনার কেন্দ্রে। আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন সুজিত রাহা ও তাঁর এস আর জুপিটার মোশন পিকচার। শুধু পরিচালক নয় প্রযোজনার হাতও যে উত্তরের মাটির বিষয়টি এবার উত্তরবঙ্গে সিনে চর্চার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। ফের উঠে এসেছে ফিল্ম স্টাডিজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পড়াশোনার বিভাগ এখনও উত্তরে নেই কেন! ফিল্ম ইনস্টিটিউট তো দূরের কথা। পরিকাঠামো নেই। না আছে উদ্যোগ। তাও উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে আসছে প্রতিভাময় পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা। যে কোনও কিছু শেখার জন্য ছুটে যেতে হচ্ছে বারবার দক্ষিণবঙ্গে। তাও এত বাধা পেরিয়ে সফলভাবে ছবি বানাচ্ছেন অনেকেই। উত্তরের অভিজিৎ, সুজিত রাহার মতো মানুষ উদ্যোগ নিয়ে সিনেমা, আর্টফিল্ম বানাতে সময় দিচ্ছেন। 'বিজয়ার পরে' সিনেমাটি তেমনই একটি বিশেষ উদ্যোগ। যা ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে গল্পের বুনন, অভিনয়, গান সবকিছুর জন্য। তবে দুর্গাপুজোর সময় নিয়ে একাধিক সিনেমা হলেও এই সিনেমা ক্লাইম্যাক্সেই সকলের থেকে আলাদা। দর্শকরা ক্লাইম্যাক্স অবধি অপেক্ষা করতে বাধ্য হবেন বলেই আশা পরিচালকের। সিনেমায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বড় বড় শিল্পীদের এক ফ্রেমে আনা। মমতা শঙ্কর, দীপঙ্কর দে, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, মীর আফসর আলি, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, মিশকা হালিম, পদ্মনাভ দাসগুপ্ত, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, তানিকা বসু ও বিমল গিরির মতো প্রতিভাকে এক মঞ্চে আনা মুখের কথা নয়। আর সেটাই করে দেখিয়েছেন অভিজিত ও সুজিত। তাঁদের যথাযথ ভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন অভিজিৎ। অভিজিৎ জানান, প্রতিদিনের জীবনে যা ঘটে চলেছে সেই গল্প নিয়েই এই ছবি। সবকিছুকে একসাথে নিয়ে কীভাবে চলা যায় সেই বার্তা দেবে তাঁর 'বিজয়ার পরে'।

অন্যান্য ভূমিকায় যারা ছিলেন তাঁরাও অনবদ্য কাজ করেছেন। ছবির সংগীত পরিচালক রণজয় ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যে রিলিজ হওয়া যত্নে রেখো গানটি বেশ বিখ্যাত হয়েছে। এছাড়াও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেক আপ ও পোশাকেও দারুণ কাজ করেছেন অভিষেক রায় ও সন্দীপ জয়সোয়াল। মোটামোটি সব দিক সামলে একটি সুন্দর ঘরোয়া কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা বহনকারী একটি সিনেমা উপহার দিতে চলেছে উত্তরবঙ্গের ছেলে অভিজিৎ। উভয়েই শিলিগুড়ির বাসিন্দা হওয়ায় সাধারণ নাগরিকদের অনুরোধে ১৩ই জানুয়ারী, ২০২৪ শনিবার উক্ত ছবির একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে বিকেল ৪.৩০টায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ছবির মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতি মমতা শঙ্কর। সিনেমাপ্রেমীদের হলে এসে এই চলচ্চিত্রটি উপভোগের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুজিত রাহা(Sujit Raha) ও অভিজিৎ শ্রীদাস (Abhijit SriDas)।

# আধিকারিকদের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হলেন দর্শকরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহারঃ** কোচবিহার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সবলা মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ শনিবার সন্ধ্যায় রীতিমত মাতিয়ে দিলেন সরকারি আধিকারিকরা এইদিন এই অনুষ্ঠানে কোতয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস সহ শিল্পীদের নিয়ে আবৃত্তি পাঠ করে শোনান। এই পুলিশ আধিকারিকের গলায় আবৃত্তি পাঠ শুনে দর্শকরা রীতিমত মুগ্ধ হয়ে যায়। বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নেন মহকুমাশাসক কুনাল ব্যানার্জি। জেলা যুব আধিকারিক ভেরনন বুটটো লেপ্চা ব্যান্ডের সাথে বাংলা নেপালি হিন্দিতে একাধিক সংগীত পরিবেশন করেন। জেলার 'ল' অফিসার শামীম রহমানও পেশাদার শিল্পীদের মতই গান শোনালেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৌমনা ব্যানার্জি জয় গোস্বামীর 'মেঘ বালিকা' ও অপূর্ব নাগ 'কেউ কথা রাখেনি' আবৃতি পরিবেশন করেন অপূর্ববাবু সুন্দর মঞ্চ সঞ্চালনা করেন যা দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অরূপ চৌধুরী, রূপক সেন ও ডিএম অফিসের কর্মী তথা কোচবিহারের বিশিষ্ট শিল্পী পার্থ দাসের গানে এক অনন্য অনুষ্ঠান উপহার পান কোচবিহারবাসী।

# অমিতের ডাকে দিল্লিতে বিজেপি নেতারা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহারঃ** লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডা। ১৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার দিল্লিতে ওই বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে গোটা রাজ্য থেকে বিজেপির ১০ জন ক্লাস্টার ইনচার্জ যোগ দেয়। সেই তালিকায় ছিলেন শিলিগুড়ি ক্লাস্টারের ইনচার্জ তথা বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনি বলেন, "সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে। লোকসভা ধরে ধরে আলোচনা করা হয়েছে।" বিজেপির আরেক নেতা বলেন, "লোকসভা ধরে ধরে আমাদের কাছে রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। কোথায় কি পরিস্থিতি রয়েছে, কোথায় আমরা এগিয়ে আছি, কোথায় পিছিয়ে আছি সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।"

রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনকে দশটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্লাস্টারে চারটি করে লোকসভা রয়েছে। দুটি ক্লাস্টারে পাঁচটি করে লোকসভা রয়েছে। শিলিগুড়ি ক্লাস্টারে রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং। যার সবকয়টিতে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। ওই চারটি লোকসভার বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে-ডুয়ার্স এ কি সমস্যা হতে পারে? কোচবিহারে রাজবংশী ভোটাররা বা কি অবস্থা সেসব নিয়ে রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা কোর কমিটির নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "রিপোর্ট নিয়ে কোনও লাভ হবে না। কারণ ওই চারটি লোকসভাতেই এবারে তৃণমূল জয়ী হবে।"

# দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন উদয়ন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটাঃ** দলেরই এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে উদয়ন গুহকে বিধানসভা নির্বাচনে হারানোর ডাক দেওয়ার অভিযোগ উঠল। আর এ অভিযোগ তুললেন খোদ উদয়নই। ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তোলেন উদয়ন। সেই সঙ্গে কাউন্সিলরের দিকে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেন তিনি। উদয়নের তোপে পড়া ওই কাউন্সিলরের নাম জাকারিয়া হোসেন। তিনি দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। উদয়ন জাকারিয়ার একটি ছবি ফেসবুকে পোষ্ট করে লিখেছেন, "ইনি দিনহাটার একজন কাউন্সিলর। এত জনপ্রিয় গত নির্বাচনে ওনার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতেই সাহস পায়নি। কয়েকদিন আগে সুটকাবাড়ি গিয়ে বলেছেন, সামনের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা মুসলমানরাই উদয়ন গুহকে হারাবো। আমি জানি না দিনহাটার কতজন মুসলমান ওনার পাশে আছেন।" পরে অবশ্য উদয়ন ওই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাননি। জাকারিয়া অবশ্য উদয়নের অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, "সুটকাবাড়িতে একটি ধর্মীয় জলসায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে আমি কোনও বক্তব্য রাখিনি। আর এমন কোনও কথা বলার তো প্রশ্নই আসে না। কেউ উনি এমন অভিযোগ তুললেন তা জানি না।" ওই ঘটনা ঘিরে দিনহাটায় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আমার প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। তা বিড়ম্বনায় পড়েছে দল। লোকসভা ভোটের মুখে এমন দ্বন্দ্ব আখেরে তৃণমূলেরই ক্ষতি করবে বলে দাবি করছেন তৃণমূল কর্মীদেরই একটি অংশ। উদয়ন অবশ্য তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

# উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি উৎসব এবার কোচবিহারে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহারঃ** কোচবিহারে ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সপ্তম বর্ষ উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি উৎসব। রাজমাতা দিঘি মুক্তমঞ্চে আজ কুড়িজন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন নতুন নতুন পদের পিঠা-পুলির সমারোহে জমজমাট হয়ে উঠেছিল মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণ। স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকের কর্মসূচিতে উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন বিশেষভাবে শারীরিক সক্ষম আশিক ইকবাল, থ্যালাসেমিয়া রোগী দেবপ্রিয় ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি প্রতিযোগিতায় প্রথম হন গোকুল পিঠা বানিয়ে গৌরী রায়, দ্বিতীয় হয়েছে যুগ্মভাবে মুগের পুলি পিঠা বানিয়ে বসুশ্রী দাস ও মালাই পাটিসাপটা বানিয়ে শর্মিষ্ঠা পাঠক। তৃতীয় হয়েছে যুগ্মভাবে পাখির নীরে পিঠা পুলি বানিয়ে সুশ্বেতা মুখার্জী এবং খির কদম পিঠা বানিয়ে কাবেরী পাল। চতুর্থ হয়েছেন শাহি মুগের পিঠা পুলি বানিয়ে অসিত ধর। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও বিশেষ উপহার তুলে দেওয়া হয়। এই উত্তরবঙ্গ পিঠা পুলি উৎসবে বিচারকের আসনে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্টার পার্থসারথি চক্রবর্তী, পূর্ত দপ্তর কর্মী শিবনাথ চক্রবর্তী, কলকাতার কঙ্কন মালাকার প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাজা বৈদ্য। উত্তরবঙ্গ কমিটির সম্পাদক সুমন দাস, কোচবিহার সদর কমিটির সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ অনেকে।

সমাজকর্মী রাজা বৈদ্য বলেন, বাঙালির হারিয়ে যাওয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমাদের এই উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি উৎসব আমরা দীর্ঘ সাত বছর থেকে করে আসছি। মহিলাদের পাশাপাশি এবার পুরুষেরাও অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের এই প্রতিযোগিতায়। সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

# তিন চতুর্থাংশে বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে জেএলআর ইন্ডিয়ার

**কলকাতা:** ৩,৫৮২ ইউনিট বিক্রি এবং ৯৩% YoY বৃদ্ধির সাথে, জেএলআর ইন্ডিয়া টানা তিনবার বিক্রির রেকর্ড স্থাপন করেছে। অর্ডার বুকের প্রায় ৭৫% রেঞ্জ রোভার এবং ডিফেন্ডার দ্বারা পূরণ করা হয়েছিল, যার YoY বৃদ্ধি যথাক্রমে ২৫০% এবং ১৫০% ছিল। ২৪এমওয়াই রেঞ্জ রোভার ভেলার ১৮৩% YoY বৃদ্ধির সাথে, জেএলআর ইন্ডিয়া ২০২৪ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ৭৪% YoY বৃদ্ধির রেকর্ড অর্জন করেছে।

জেএলআর ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজন আম্বা বলেছেন, "প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রায় ১০০% বৃদ্ধির সাথে জেএলআর-এর ভারতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রেঞ্জ রোভার বিইভি-এর আসন্ন লঞ্চগুলি ভারতে টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করে গ্রাহকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাহিদা তৈরি করেছে।" এফওয়াই২৪ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের অর্ডার বুক মাত্র আট মাসের মধ্যে ৯২% YoY বৃদ্ধি করেছে। YoTD তথ্য অনুসারে, জেএলআর-এর প্রত্যয়িত প্রাক-মালিকানাধীন ব্যবসা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতে জেএলআর প্রোডাক্টগুলির জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটির ইঙ্গিত দিয়েছে।

# টাটা মোটরস নতুন কর্মসূচির আয়োজন

**কলকাতা:** টাটা মোটরস, ভারতের বাণিজ্যিক যানবাহন তৈরির কোম্পানি তার 'কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব'-এর ঘোষণা করেছে, বাণিজ্যিক যানবাহনে গ্রাহকদের জন্য একটি গ্রাহক ইনভল্বমেন্ট কর্মসূচি। ১৪ই জানুয়ারী থেকে ৩০ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এই উদ্যোগটি দেশে সমস্ত অনুমোদিত টাটা মোটরস পরিষেবা আউটলেট জুড়ে হবে।

কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব ফ্লিট মালিক এবং ট্রাক চালকদের সাথে তাদের প্রয়োজনীয়তা সাথে একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। এটি গ্রাহকদের জন্য অনেক সুবিধাও অফার করবে যেমন প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা সতর্কতামূলক যানবাহন চেক-আপ, টাটা জেনুইন পার্টস-এর নির্বাচিত পরিসরে বিশেষ ছাড় এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি, ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সলিউশন-এর মতো মূল্য সংযোজন পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সহ বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত।

এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে টাটা মোটরসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, গিরিশ ওয়াঘ জানিয়েছেন, "এই মহোৎসবকে আমাদের গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক এবং মূল্য সংযোজন করা। আমরা সমস্ত গ্রাহক এবং ড্রাইভারকে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে টাটা মোটরসের পরিসরের অফারগুলি যা আমরা যত্ন সহকারে তৈরি করেছি তা উপভোগ করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

## স্যামসাং-এর নতুন লঞ্চ 'এআই ফর অল'

**কলকাতা:** সিইএস ২০২৪-এ স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স, তাদের এআই প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছে, যা এআই গ্যাজেটগুলির সুবিধা এবং স্বজ্ঞাততা উন্নত করার উপর জোর দিয়েছে। স্যামসাংয়ের ডিভাইস এক্সপেরিয়েন্স ডিপার্টমেন্ট হেড এবং সিইও, ভাইস চেয়ারম্যান জং-হি হ্যান-এর মতে, ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং সরাসরি সংযুক্ত অভিজ্ঞতার উন্নতিতে এআই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আমাদের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে এবং এর শক্তিশালী প্রোডাক্ট রেঞ্জ এবং উন্মুক্ত সহযোগিতা এআই এবং হাইপার-কানেক্টিভিটি সবার কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে বলে দাবি করেছে, স্যামসাং। এই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য কোম্পানি বেশ কয়েকটি প্রোডাক্ট এবং পরিষেবা প্রদর্শন করেছে।

স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা সমর্থিত ডিজিটাল ডিভাইস এবং ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে প্রোডাক্টগুলি প্রবর্তন করেছে। ডিভাইসগুলির মধ্যে রয়েছে মিউজিক ফ্রেম স্পিকার, নিও কিউএলইডি ৪কে কিউএন৯০০ডি এবং রোলিং এআই রোবট ব্যালি, যা একটি এআই কোম্পানিওন হিসেবে গড়ে উঠেছে। সংযুক্ত অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি স্মার্টফোন এবং অন্যান্য ডিভাইসের সাথে নিরবচ্ছিন্ন একীকরণ সক্ষম করতে মাইক্রোসফ্টের সাথে পার্টনারশিপের সাথে, স্যামসাং এর গ্যালাক্সি বুক৪ হল কোম্পানির সবচেয়ে এআই- প্রস্তুত ল্যাপটপ। রেডি কেয়ার, রেডি ভিশন এবং রেডি ডিসপ্লে সহ, স্যামসাং এবং হুন্ডাই মোটর গ্রুপ হোম-টু-কার এবং কার-টু-হোম পরিষেবাগুলির জন্য স্মার্ট থিংস সংযোগ প্রদান করতে সক্ষম, যা ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা উন্নত করবে। টেসলার সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে, স্যামসাংও শক্তি দক্ষতা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং সার্কুলারটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

# এসএটিএটি স্কিমের অধীনে একটি বায়ো সিএনজি প্ল্যান্ট স্থাপন করবে সান্মিত

**কলকাতা:** সান্মিত ইনফ্রা লিমিটেড, রিয়েল এস্টেট বিল্ডিং, পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ এবং বায়োমেডিকাল বর্জ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট কর্পোরেশন, সাসটেইনেবল অল্টারনেটিভ প্রতি সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহন স্কিম (SATAT)-এর অধীনে একটি বায়ো সিএনজি প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। পরিচালনা পর্ষদের মতে, প্রকল্পটি বিদেশী মূল্য সাশ্রয় করবে, যা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অপরিশোধিত তেল আমদানির উপর দেশের নির্ভরতা কমিয়ে দেবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিশ্রুতির প্রচার করবে। এটি পরের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মধ্যে একটি।

কোম্পানী উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে সরাসরি বিটুমিন আমদানির জন্য বাল্ক স্টোরেজ সুবিধা প্রারম্ভ করতে, ভারত জুড়ে বায়োমেডিকাল বর্জ্য নির্বীজন সিস্টেম বিক্রয়কে বৈচিত্র্যময় করতে এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় শ্মশানের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসাবে পরিবেশ বান্ধব, কম কাঠ ব্যাবহার বা "সবুজ" শ্মশান ব্যবস্থা লঞ্চ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০১৮ সালে এসএটিএটি প্রোগ্রামের সূচনা হয়েছে, যার লক্ষ্য দূষণের মাত্রা কমানো, গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা বৃদ্ধি করা এবং অটোমোবাইল শিল্পের জন্য সংকুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদন সুবিধা স্থাপন করা। পরবর্তী দুই থেকে তিন বছরের জন্য কোম্পানির লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বিটুমিন ব্যবসার বৃদ্ধি, বায়োমেডিকাল বর্জ্য নির্বীজন সিস্টেমের বিক্রয়কে বৈচিত্র্যময় করা এবং ভারতের বেশ কয়েকটি শ্মশানের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসাবে একটি সবুজ এবং পরিবেশ বান্ধব শ্মশান ব্যবস্থা গঠন করা।

# ভারতে কৌশলগত ব্যবসার স্থানান্তর করতে চলেছে কোকা-কোলা

**কলকাতা:** টিসিসিসি-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এইচসিসিবি হিন্দুস্তান কোকা-কোলা বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড ভারতের তিনটি অঞ্চলে বোতলজাতকরণ কার্যক্রম স্থানান্তর করার ঘোষণা করেছে। মুন বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড উত্তর-পূর্ব বাজারের মালিকানা এবং পরিচালনা করার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলগুলি নির্বাচন করবে। বর্তমানে, এই কোম্পানি দিল্লি এবং উত্তর প্রদেশের অঞ্চলগুলিতে পরিচালনা করছে।

গ্রাহক এবং সিস্টেম সহযোগীদের সমস্ত অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে, এইচসিসিবি নির্বিঘ্নে ব্যবসাটির রূপান্তর কার্যকর করতে অন্যদের সাথে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া অপারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদীপ বাজোরিয়া বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল ভারতে আরও শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থানীয় ব্যবসা তৈরি করা।"

এইচসিসিবি ইন্ডিয়ার সিইও হুয়ান পাবলো রদ্রিগেজ বলেছেন "কোকা-কোলা কোম্পানি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক স্থানান্তর করেছে। এটি তার সিস্টেমকে ত্বরান্বিত করতে, বাজারের শেয়ার পেতে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে আরও মূল্য যোগ করার জন্য ভারতের পানীয় শিল্পে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। এই সিদ্ধান্তটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনার পাশাপাশি স্কেল এবং ধারাবাহিকতার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে।"

# রেকর্ড অপারেশনাল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে টাটা পাওয়ারের হলদিয়া পাওয়ার প্রজেক্ট

**হলদিয়া:** পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরে টাটা পাওয়ারের হলদিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট, দেশের তাপবিদ্যুতের প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টরের চেয়ে ৩৪% বেশি একটি অনন্য প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর (PLF) অর্জন করেছে এবং এই কনফিগারেশন এবং ইনস্টল ক্ষমতাতে একটি ব্যতিক্রমী অক্সিলিয়ারি পাওয়ার কনজাম্পশন (APC) অর্জন করেছে। হলদিয়া পাওয়ার প্রজেক্ট এবং এর গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারদের, বিশেষ করে টাটা স্টিলের সাফল্যগুলি প্ল্যান্টের চমৎকার অপারেশনাল কর্মক্ষমতা দ্বারা প্রদর্শিত করেছে। সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাগুলি উচ্চ জ্বালানী গ্যাসের তাপমাত্রা এবং প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি সহ বাধাগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করেছে।

হালদিয়া-টেকসই অনুশীলন গ্রহণ, সর্বনিম্ন মাসিক নির্দিষ্ট জল খরচ অর্জন, পরিচালনা এবং বিপজ্জনক বর্জ্য অনুমোদনের সম্মতি পুনর্নবীকরণ, উদ্ভাবনী সর্বোত্তম অনুশীলন গ্রহণ, APC হ্রাস, জল সংরক্ষণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন, এবং ক্ষয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিচালক হিসেবে কাজ করছে। হলদিয়া টিমটি ২০২৩-এর অগাস্ট মাসে জ্ঞান-আদান-প্রদানের উদ্যোগে অংশ নিয়েছিল, ইলেক্ট্রো স্টিল লিমিটেড পরিদর্শন করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল গভীর প্রযুক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক শিক্ষার বিকাশ এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি বাস্তবায়ন করা।

টাটা পাওয়ারের "সাস্টেইনেবিলিটি ইজ অ্যাটেনেবল" এর দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, হলদিয়া পাওয়ার প্রজেক্ট হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা বিদ্যুতের উন্মুক্ত বিপণনের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। এই অর্জনগুলি টেকসই অনুশীলন, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং আরও স্থিতিস্থাপক এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ শক্তির ভবিষ্যতের দিকে চলমান অগ্রগতির প্রতি টাটা পাওয়ারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে।

# কলকাতায় আয়োজিত হচ্ছে জাপানিজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়ার ষষ্ঠ সংস্করণ

**কলকাতা:** PVRINOX-এর সহযোগিতায় জাপান ফাউন্ডেশন, ২০২৪-সালের ১২ই অক্টোবর নতুন দিল্লিতে জাপানি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। জাপান ইনফরমেশন সেন্টারের পরিচালক কোজি ইয়োশিদা, জাপানিন ইন্ডিয়ার দূতাবাস এবং জাপান ফাউন্ডেশন নিউ দিল্লির মহাপরিচালক কোজিসাটো এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, চলচ্চিত্র সমালোচক এবং জাপান ফাউন্ডেশন ও জাপান দূতাবাসের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে জাপানের কনসাল-জেনারেল, দ্য হায়দ্রাবাদ অ্যানিমে ক্লাব এবং পুনে স্ক্রিন ক্লাবের মতো জনপ্রিয় গ্রুপের সদস্য, কসপ্লেয়ার, ফিল্ম মেকার এবং কনস্যুলেটের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। জানুয়ারির ১৮-২১ তারিখে জাপান ফাউন্ডেশন, কলকাতার INOX সাউথ সিটিতে উৎসবের আয়োজন করেছিল।

জাপানিজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (JFF) ইন্ডিয়ার ষষ্ঠ সংস্করণে 'ডিটেকটিভ কোনান' বিশ্বের জনপ্রিয় অ্যানিমে এবং 'লুপিন দ্য থার্ড: দ্য ক্যাসেল অফ ক্যাগলিওস্ট্রো'-এর ৪কে রিমাস্টার সংস্করণ সহ ১১টি জাপানি মাস্টারপিস প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া ইভেন্টটি ভারতীয়দের জন্য একটি বার্ষিক ইভেন্টে পরিণত হয়েছে, যার লক্ষ্য হল সাম্প্রতিকতম জাপানি ফিচার ফিল্মগুলির সাথে জনগণদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

উদ্বোধনী বক্তৃতার সময়, জাপান ফাউন্ডেশন নিউ দিল্লির ডিরেক্টর জেনারেল কোজি সাতো বলেছেন, "জেএফএফ, ২০১৭ সাল থেকে একটি বার্ষিক ইভেন্টে, ভারতে অ্যানিমের জনপ্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যার লক্ষ্য হল সাম্প্রতিকতম জাপানি ফিচার ফিল্মগুলির সাথে লোকেদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সর্বশেষ অ্যানিমেগুলি প্রদর্শন করা।"

# স্বাস্থ্যকর অ্যালমন্ড-এর সাথে উপভোগ করুন ফসল কাটার মরসুম

**কলকাতা:** ভারতের ফসল কাটার মরসুম, যা মাঘি নামে পরিচিত, এটি বিভিন্ন ঐতিহ্যের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য উদযাপন। এটি উত্তর ভারতে লোহরি, উত্তর-পূর্বে মাঘ বিহু, পশ্চিমে উত্তরায়ণ, দক্ষিণে পোঙ্গল এবং দক্ষিণ ও পূর্বেমকর সংক্রান্তি নাম পরিচিত। উত্সবটি ফসলের প্রাচুর্য এবং কৃষক ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রতীক। এই উদযাপনটিকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে, ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি অথবা পিঠের পরিবর্তে এক বাক্স অ্যালমন্ড ভাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অ্যালমন্ড ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, প্রোটিন এবং ভিটামিন ই এর মত প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। গবেষণা দেখা গেছে যে অ্যালমন্ড হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে, টাইপ-২ ডায়াবেটিস পরিচালনা করতে পারে এবং তৃপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

পুষ্টিবিদ এবং সুস্থতা পরামর্শদাতা শীলা কৃষ্ণস্বামীর মতে, উত্সবগুলির সময় ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবার সীমিত পরিমানে খাওয়াই ভাল। পরিবর্তে, অ্যালমন্ড-এর মতো স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, যা পুষ্টির উত্স, সহজেই ভারতীয় রান্নার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় এবং বিভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি করা হয়। অ্যালমন্ড হার্টের ক্ষতিকারক প্রদাহ, রক্তে শর্করা এবং কোলেস্টেরল কমাতে গবেষণায় দেখানো হয়েছে।

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ এবং সেলিব্রিটি মাস্টার প্রশিক্ষক ইয়াসমিন করাচিওয়ালা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার সময় স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, "প্রিয়জনদের একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে, অ্যালমন্ড-এর মতো পুষ্টিকর, বহুমুখী এবং তৃপ্তিদায়ক খাওয়ার উপহার দিয়ে উদযাপন করুন এই উৎসবের মরসুম।"

# অ্যাপোলো একটি স্পোর্টস ইনজুরি হেলথ টক-এর আয়োজন করেছে

**কলকাতা:** ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারী, শনিবার, মেনল্যান্ড সাম্বারাম ক্রিকেট একাডেমী বিবেকানন্দ পার্ক (উত্তর পূর্ব), কলকাতা-৭০০০২৯-এ, অ্যাপোলো হাসপাতাল অর্থোপেডিক সার্জন পরামর্শদাতা ডাঃ কুণাল প্যাটেলের সাথে স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধ এবং স্ক্রিনিং ক্যাম্পের উপর একটি হেলথ টক পরিচালনা করেছে। প্যাটেল একটি ব্যথামুক্ত জীবনযাপনের গুরুত্ব এবং খেলাধুলার আঘাত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাননীয় সাংসদ দেবাশীহ কুমার, বাংলার শীর্ষ কোচ শ্রী সাম্বারাম ব্যানার্জি, শোল্ডার স্পেশালিটিস, এবং স্পোর্টস ইনজুরি ও প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পের লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড়দের অস্ত্রোপচার, আঘাত প্রতিরোধ এবং পুনর্বাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা যাতে তারা মাঠে ফিরে যেতে পারে এবং খেলা চালিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, পঞ্চাশ জনেরও বেশি ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং তাদের অভিভাবকদের, যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের পেশী-শক্তিশালী ওয়ার্কআউট, ডায়েট এবং পরিপূরক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন।

# ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণনায় 'ওয়েডিংস অফ ইন্ডিয়া'-এর ভূমিকা

**কলকাতা:** ভাইব্রেন্ট ইন্ডিয়া স্টোরি ইভেন্টে উদ্বোধন করা হয়েছে, রিচা অহলুওয়ালিয়া, একটি ব্রাইডাল ডিজাইন হাউসের মধ্যদিয়ে কলকাতায় তার যাত্রা শুরু করেছে। টাইমলেস চার্ম এবং সফিস্টিকেশনে অনুপ্রাণিত হয়ে, ব্র্যান্ডটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 'ওয়েডিংস অফ ইন্ডিয়া' কালেকশনে তার সারমর্মকে তুলে ধরে। বেনারস, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং লখনউয়ের কারিগর দক্ষতা থেকে প্রাপ্ত, কালেকশনটি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য এবং নকশার বিশেষত্বকে তুলে ধরে। মহিলাদের সংমিশ্রণটি রাজকীয় প্রতিকৃতি অফার করে, যা, সিন্দুরি লাল থেকে অলিভ, পার্ল, এন্ড পাউডার পিঙ্ক টোন তৈরি করে, সোনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দ্বারা পরিপূরক। গোটা পট্টি, জারদোসি, ডাবকা, আঙ্গোরকার মোটিফ এবং মুকাইশ ওয়ার্কের মতো সূচিকর্মে সজ্জিত, এই টুকরোগুলি কাঁচা সিল্ক, মখমল, সিল্ক জর্জেট এবং চান্দেরি কাপড়ের টেক্সচারকে উন্নত করে, লেহেঙ্গা, আনারকলি এবং শাড়ি, কুর্তা সেটের সাথে সংগ্রহটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। একইভাবে, পুরুষদের জন্যেও থাকবে মুঘল যুগ স্মরণ করিয়ে দেওয়া ঐশ্বর্যের প্রতিধ্বনি, যেখানে ইউনিক ডিজাইন দ্বারা তৈরি বিভিন্ন কালেকশন থাকবে। রিচা আহলুওয়ালিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও ক্রিয়েটিভ হেড এই বিষয়ে জানিয়েছেন, "কলকাতায় আমাদের ব্র্যান্ড উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমাদের লক্ষ্য কেবল দম্পতিদের জন্য একটি পছন্দ হওয়ার বাইরেও বিস্তৃত। আমরা আমাদের ব্র্যান্ডকে একটি পরিবার-কেন্দ্রিক গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় রয়েছি, প্রতিটি সদস্যের চাহিদার প্রতি যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে, দর্শকদের উপর ফোকাস করা।"

# পশ্চিমবঙ্গে বিমারথ উদ্যোগকে প্রসারিত করতে টাটা এআইএ-এর পরিকল্পনা

**দুর্গাপুর:** ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা' তৈরিতে টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গের শহর, শহরতলীয় এবং গ্রামীণ এলাকায় একাধিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সচেতনতা বাড়াতে এবং বীমার অনুপ্রবেশের বিষয়ে এক্টিভিটির মধ্যে রয়েছে কোম্পানির শাখা এবং অংশীদার শাখায় অন-গ্রাউন্ড ইভেন্ট, নাগরিকদের সাথে গ্রুপ আলোচনায়, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ট্রেনিং প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন সচেতনতা প্রোগ্রাম।

টাটা এআইএ একটি বিশেষ অন-গ্রাউন্ড উদ্যোগ চালু করেছে, 'বিমারথ' নভেম্বর'23-এ। বিমারথ শিলিগুড়ি, মালাদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ভ্রমণ করেছে। এই জেলাগুলিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে ৪৫০ জনেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিল। ডিসেম্বর'২৩-এ টাটা এআইএ-র আয়োজিত বিমারথ কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল এবং দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলি কভার করেছিল। ইভেন্টে ১০,০০০ জনেরও বেশি উপস্থিত ছিলেন এবং প্রায় ৩২৫টি নতুন লাইসেন্স এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ মার্কেটিং অফিসার গিরিশ কালরা জানিয়েছেন, "আমরা টাটা এআইএ-তে, পশ্চিমবঙ্গে বীমার বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা পশ্চিমবঙ্গে মানুষদের মধ্যে বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের উপদেষ্টা, ব্যাংক পার্টনার এবং সিএসসি পার্টনারদের সাথে বিমারথ, সচেতনতা কর্মশালার আয়োজন সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।"

# ফায়ারবোল্ট-এর নতুন লঞ্চ অ্যান্ড্রয়েড রিস্টফোন-ড্রিম

**কলকাতা:** ফায়ারবোল্ট, একটি ভারতীয় পরিধানযোগ্য ব্র্যান্ড, ড্রিম রিস্টফোন, গুগল প্লে স্টোর অ্যাক্সেসযোগ্যতা সহ একটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টওয়াচ এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড ৮.১ অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করেছে। এটি ভারতে ৫৯৯৯ মূল্যে বিক্রি হবে, যা Flipkart, Fireboltt.com এবং অফলাইন স্টোরগুলিতে পাওয়া যাবে। এই রিস্টফোনটি বারোটি স্বতন্ত্র রঙ এবং স্ট্র্যাপের প্যাটার্ন সহ গ্রাহকদের তাদের চেহারা কাস্টমাইজ করার সুযোগ দিয়েছে। এই নতুন রিস্টফোনটিতে IP67 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, 4G LTE ন্যানো সিম-সক্ষম রিস্টফোন দ্বারা একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অফার করেছে, এছাড়াও এতে একটি 2.02-ইঞ্চি রিয়েল ভিউ ডিসপ্লে, ওয়াইফাই, জিপিএস, একটি কর্টেক্স কোয়াড-কোর সিপিইউ, 2 জিবি RAM এবং 16 জিবি স্টোরেজ রয়েছে। ফায়ারবোল্টের সিইও ও ফাউন্ডার অর্ণব কিশোর বলেছেন, "ফায়ারবোল্ট অ্যান্ড্রয়েড রিস্টফোন লঞ্চের সাথে, ফায়ারবোল্ট একটি অভিনব পরিধানযোগ্য ডিভাইস প্রবর্তন করেছে যা একই সাথে বিনোদন, হেলথ ট্র্যাকিং এবং যোগাযোগ সুবিধা প্রদান করে। এটিতে অত্যাধুনিক সেন্সর, একটি প্রাণবন্ত ডিসপ্লে এবং একটি কোয়াড-কোর প্রসেসর রয়েছে। ফায়ারবোল্টের জন্য, লঞ্চটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট যা উদ্ভাবনের প্রতি তাদের উত্সর্গ এবং ভোক্তাদের ডিজিটাল জীবন উন্নত করার বিষয়টিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।"

# টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটির নতুন কারখানায় শুরু হয়েছে উৎপাদন

**সানন্দ:** টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড (টিপিইএম), টাটা মোটরসের একটি সহযোগী, গুজরাটের সানন্দে তার নতুন কারখানা থেকে যাত্রীবাহী গাড়ির উৎপাদন করার ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি একটি বিশ্বমানের সুবিধায় প্রথম টাটা ব্র্যান্ডের গাড়ি রোল আউট করার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক উদযাপন করেছে, যেখানে টিপিইএম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলেশ চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মন্তব্য করতে গিয়ে, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড এবং টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলেশ চন্দ্র বলেছেন, "মাত্র এক বছরের মধ্যে, টাটা মোটরস তার সানন্দ ফ্যাক্টরিতে বর্তমান এবং নতুন মডেলগুলির বিস্তৃত পরিসরের সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিল। গুজরাটি সরকার এবং এর কর্মীদের সহায়তায়, সুবিধাটি সম্ভব হয়েছে, এবং এটির সাফল্যগুলিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য টাটা মোটরসের প্রচেষ্টার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।" টাটা মোটরস গুজরাটে জিআইডিসি সানন্দ, আইসিই এবং ইভি মডেল তৈরির জন্য একটি নতুন সুবিধা গ্রহণ করেছে। উচ্চ অটোমেশন এবং প্রযুক্তিতে সজ্জিত ৪৬০-একর প্ল্যান্টটি এই অঞ্চলে ১০০০ অতিরিক্ত চাকরি তৈরি করবে। টাটা মোটরস তার কর্মশক্তিকে উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করা শুরু করছে।

# ত্রিপুরায় অকস্মিথ ক্রাফটার চয়েস এডিশন লঞ্চ করেছে বিম সানটরি

**আগরতলা:** বিম সানটরি, একটি নেতৃস্থানীয় প্রিমিয়াম স্পিরিট ব্র্যান্ড, অকস্মিথ ক্রাফটার চয়েস এডিশন লঞ্চ করেছে, যা আইএমএফএল বিভাগে লঞ্চের ৩ বছরের মধ্যে সফলভাবে ১ মিলিয়ন-এর মাইলফলক অর্জন করেছে। কোম্পানির লক্ষ্য হল তার গ্রাহক-বেস প্রসারিত করা, জাপানি কারুশিল্প উদযাপন করা এবং এর প্রিমিয়াম ভারতীয় হুইস্কির চরিত্রকে হাইলাইট করা। অকস্মিথ ক্রাফটার চয়েস এডিশন হল মসৃণ আমেরিকান বোরবনস এবং প্রিমিয়াম স্কচ মাল্ট হুইস্কির একটি বিশেষ মিশ্রণ যা ভারতীয় প্যালেট থেকে অনুপ্রাণিত, সানটোরি চিফ ব্লেন্ডার শিনজি ফুকুয়ো তৈরি করেছেন। ফুকুয়োর ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি Ao, Yamazaki এবং Hibiki-এর মতো পুরস্কার বিজয়ী জাপানি স্পিরিট ব্র্যান্ডের প্রবর্তক। ত্রিপুরায় সানটোরির সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য এই লঞ্চটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইএমএফএল ব্র্যান্ড-এর সিনিয়র ডিরেক্টর ঋষি প্রাচী বলেছেন, "আমরা বিশ্ব-মানের স্পিরিট ব্র্যান্ডের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রত্যাশা করছি, বিশেষ করে অকস্মিথ ক্রাফটার চয়েস এডিশন-এর ক্ষেত্রে, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা করছি।" বিম সানটরি, তার অকস্মিথ ক্রাফটার চয়েস এডিশন-কে আগের চেয়ে আরও বেশি সাশ্রয়ী করতে প্রস্তুত, যা ত্রিপুরায় ৭৫০ এমএল বোতলের জন্য মাত্র দাম ৮০০ টাকা দামে বিক্রি করা হবে।

# ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার অ্যানুয়াল বেল্ট পরীক্ষা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে শুরু হল অ্যানুয়াল বেল্ট এক্সামিনেশন। জানা গিয়েছে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় এইরকম অ্যানুয়াল বেল্ট এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাটের একটি মাঠেও এই ক্যারাটে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অ্যানুয়াল বেল্ট এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭০জন ক্যারাটে শিক্ষার্থী নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি হয়। মূলত এই কম্পিটিশনের মাধ্যমে আগামীদিনে তারা যেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলতে পারেন সেই কারণে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে জানান কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বিশু রায়। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে অনেকেই বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে গিয়ে ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। ঠিক এইরকম জয়লাভের আশায় এবং

বাচ্চাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এরকম প্রতিযোগিতা আরো বেশি করে করার দরকার। তাই আমরা চেষ্টা করছি বাচ্চাদের যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তাছাড়াও তিনি বলেন, মেয়েদের ক্যারাটে শেখা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বর্তমান যুগে।

# মালদায় উদ্বোধন হলো কার্পেট কারখানার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা:** দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের। উদ্বোধন হলো কার্পেট তৈরির কারখানা। রাজ্য সরকার ও জেলা শিল্পকেন্দ্রের উদ্যোগে নব নির্মিত কারখানার উদ্বোধন হলো মালদার ইংরেজ বাজার ব্লকের সাতটারি গ্রামে। ফিতে কেটে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মালদা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক(ভূমি)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রায় তিন শতাধিক মানুষ কাজ পাবেন এই কার্পেট তৈরির কারখানায় বলে তারা জানান। মালদায় এই প্রথম রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কার্পেট তৈরির কারখানা তথা কমন প্রোডাকশন সেন্টার ফর কার্পেট ওয়েভিং কারখানার উদ্বোধন হওয়ায় খুশি জেলার কার্পেট শিল্পীরা। মালদা জেলার ইংরেজ বাজার ব্লক ও মানিকচক ব্লকের কয়েক হাজার শ্রমিক এই কার্পেট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দেশে এই কার্পেটের চাহিদা না থাকলেও বিদেশে এই কার্পেটের চাহিদা ব্যাপক। মূলত শীত প্রধান দেশে এই কার্পেটের চাহিদা বিপুলভাবে লক্ষ্য করা যায়। আপাতত প্রাথমিকভাবে কার্পেট শিল্পীদের ট্রেনিংয়ের জন্য ১২ টি কার্পেটলুম বসানো হয়েছে। আগামী দিনে আরো প্রায় ৬০ টি কার্পেটলুম বসানো হবে এই কারখানায় বলে জানিয়েছেন জেলা শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মন্ডল।

# নাবার্ডের সহযোগিতায় মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বসুন্ধরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে কোচবিহারের বসুন্ধরা সংস্থা। নাবার্ডের সহযোগিতায় বসুন্ধরার সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের হস্তশিল্প শেখাচ্ছেন এই সংস্থার সদস্যরা। এইদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পরিচালিত কোচবিহারে সবলা মেলায় পাটি শিল্পে প্রশিক্ষণ পাওয়া প্রায় ৬০ জন মহিলাকে এক্সপোজার ভিজিট করায় বসুন্ধরা সংস্থা। সবলা মেলায় সেল্ফের গ্রুপের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে সেই সব স্টলগুলো কেমন হয় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা তৈরি জিনিসপত্র কিভাবে বিক্রি হচ্ছে সেই সব কিছুর খুঁটিনাটি এইসব প্রশিক্ষিত মহিলাদের ঘুরে ঘুরে দেখানো হয়। বসুন্ধরা সংস্থার সম্পাদক বাসুদেব সূত্রধর বলেন, আমরা মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প যেমন পাটির, বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র, বিভিন্ন ধরনের ডালের বড়ি, আচার, জ্যাম, জেলি ও আরোও বিভিন্ন প্রকারের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। ইতিমধ্যেই আমরা নাবার্ডের সহযোগিতায় এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তাছাড়াও ইডিআইআইয়ের সহযোগিতায় কিভাবে মহিলাদের তৈরি জিনিসপত্র বাজারজাত করা যায় তারও প্রশিক্ষণ নিরন্তর দিয়ে যাচ্ছি, জিনিস তৈরি থেকে শুরু করে বাজারজাত করা সব দিকটাই আমরা নজর রাখছি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মহিলা বলেন, এই প্রশিক্ষণ পেয়ে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি আগামীদিনে আমরা আমাদের নিজের হাতে তৈরি জিনিস বাজারে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারব ও পরিবারের সঙ্গে সমানতালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করতে পারব। মহিলারা জানান, এই ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

# মালদহ হয়ে দিল্লির পথে 'রাজধানী' এক্সপ্রেস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা:** মালদহ হয়ে যাত্রা শুরু রাজধানী এক্সপ্রেসের। প্রথমবার মালদহ হয়ে দিল্লির পথে আগরতলা-আনন্দ বিহার তেজস 'রাজধানী' এক্সপ্রেস। মালদা টাউন স্টেশনে সাপ্তাহিক এই রাজধানী এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগ অফ করেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, মালদহের ডিআরএম বিকাশ চৌবে, ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী, মালদহ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা প্রমুখ। এই ট্রেনে দুপুরে মালদা থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকাল ১১টার আগেই পৌঁছে যাওয়া যাবে দেশের রাজধানী দিল্লিতে। মাত্র ১৯ ঘন্টার কিছু বেশি সময়ে মালদা থেকে তেজস রাজধানী পৌঁছাবে দিল্লি।

এর ফলে মালদা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার যাত্রীরাও উপকৃত হবেন। তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ২০ টি কোচ রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা রয়েছে এই ট্রেনে। আপাতত প্রতি মঙ্গলবার চলবে সাপ্তাহিক এই তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে মালদহের যাত্রীদের জন্য ৫৪ টি আসন সংরক্ষিত থাকছে।

# অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে ছুরি দিয়ে এলোপাথারি কোপ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ:** স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর ওপর অতর্কিত হামলা। ছুরি দিয়ে গলায় আঘাত। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য মালদহের পুরাতন মালদার আট মাইল এলাকায়। ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে চলে আসে, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার পুলিশ। জানা গেছে জখম স্কুল ছাত্রীর বাড়ি গোয়ালপাড়া এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, পুরাতন মালদার আট মাইল এলাকার একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ওই স্কুল ছাত্রী প্রতিদিনের মতো ওইদিন স্কুল ছুটি হওয়ার পর রাস্তা ধরে বাড়িতে হেঁটে যাওয়ার সময় স্থানীয় এক যুবক অতর্কিতভাবে ছুরি দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। যদিও আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করার মুহূর্তে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ঘটনার চাউর হতেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি জখম স্কুলছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। আপাতত মেডিকেলের চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই স্কুলছাত্রী।

এদিকে ঘটনার জেরে স্কুল চত্বর জুড়ে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে কারণ যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে তার পাশে হচ্ছে স্কুল এবং অভিযুক্তদের বাড়ি হচ্ছে স্কুল লাগোয়া। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত যুবক উজ্জল মন্ডল স্কুল ছাত্রীকে প্রেমের জন্য কুপ্রস্তাব দিত এবং বিরক্ত করতে বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ি থেকে স্কুলের ছাত্রীদের ওপর কু-নজর দিত বলে অভিযোগ।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই স্কুল চত্বর জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবক ও তার পরিবারের সকলেই পলাতক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে দোষীর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্কুল ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা।

# রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে তৎপর দিনহাটার কংগ্রেস কর্মীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে সামনে রেখে দিনহাটায় কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। সোমবার দুপুরে এই সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত রবিবার মনিপুর থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেই ন্যায় যাত্রা আগামী ২৫ কিংবা ২৬ শে জানুয়ারি কোচবিহারে পৌঁছাবে। সেইদিন দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে কংগ্রেসের কর্মীরা সেই পদযাত্রায় অংশ নেবে।

এইদিন সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেন, যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীকে বিশেষ করে দিনহাটার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয় নিয়ে জানানো হবে। এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, হরিহর সিংহ, আজিজুল হক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96